R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে মেষেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৮ই মে, ১৯৯৬ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

কিছু বুথ দখল ছাড়া ভোট শান্তিতে খুনের আসামী এজেণ্ট সেখদিঘীতে

বিশেষ সংবাদদাতা : এবার ভোটের পূর্বে ভোটাররা মুখ না খুললেও বেশীর ভাগ কেন্দ্রেই ভোটের দিন লম্বা লাইন দেখা যায়। গাঁ-গঞ্জ, মাঠ-রাস্তা সব ফাঁকা। তার উপর ভোটের আগেই ঈদ থাকায় মুসলিম ভোটাররা সবাই বাইরে থেকে আসায় ভোট প্রায় ৭৫ শতাংশ পড়ে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বুথ দখল হলেও ভোটদানপর্ব মোটামুটি শান্তিতেই শেষ হয়েছে। সাগরদিঘী বিধানসভা কেন্দ্রের সেখদিঘী স্কুলের ১৭নং বুথে মাস পাঁচেক আগে ঐ গ্রামের কংগ্রেস সমর্থক চার ভাই-এর খুনের প্রধান আসামী বেলাল সেখ সিপিএমের এজেন্টের কাজ করলেন। এ ব্যাপারে সেক্টর অফিসারকে প্রশ্ন করলে উনি জানান সাগরদিঘী থানার মেজবাবুই এজেন্টকে বুথ থেকে তুলে নেবার পক্ষে মত দিলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে বেলাল সারাদিনই এজেন্টের কাজ চালিয়ে যান বলে জানা যায়। বুথের প্রিসাইডিং অফিসারও কোন আপত্তি করেননি। তবে মহকুমা শাসক জানান, বেলাল সাবজুডিস কেসের আসামী এবং সে এখন জামিনে মুক্ত। তাই তার কোন রাজনৈতিক দলের (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নবগ্রামে ভোট হল সংগঠন বনাম অধীরের মেসিনারী

বিশেষ সংবাদদাতা : নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে আবালবৃদ্ধবনিতা খেটে খাওয়া মানুষের কংগ্রেসের হয়ে ভোট করার তীব্র মানসিকতা ; কপালে 'হাত' চিহ্নের টিপ পরে ভোটারদের যত্রতত্র ঘোরাফেরা, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে কংগ্রেসীদের ভীড় ; ভোটকেন্দ্র জুড়ে 'হাত' চিহ্নের ব্যানার, ফেষ্টুন ; কংগ্রেসীদের সদাউৎফুল্ল ভাব, বিভিন্ন বুথে কংগ্রেসের জীপ ট্রেকারের দৌড়াদৌড়ি যদি ভোটের লড়াইয়ে প্রার্থীকে একধাপ এগিয়ে দেয়, তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় কংগ্রেসের বহু বিতর্কিত প্রার্থী অধীর চৌধুরী প্রাথমিক স্তরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোজাফ্ফর হোসেনকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছেন। আসলে গোটা বিধানসভা এলাকা ঘুরে আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদকের মনে হয়েছে কংগ্রেস নেত্রী (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের দিন সিপিএম কর্মীদের হাতে দুই কংগ্রেসী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২ মে নির্বাচনের দিন বিকাল ৫টা নাগাদ ভোট দিয়ে ফেরার পথে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের ইছাখালী গ্রামে কং কর্মী মরতুজা সেখ (৪০) সিপিএম সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত হন। কয়েকজন কং সমর্থকসহ মরতুজাকে দুষ্কৃতীরা বোমা মারে ও পরে হাঁসুয়া দিয়ে আক্রমণ করে। প্রত্যেকে কম বেশী আহত হয়। মরতুজা দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য হলেও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ফরমুজ আলীকে (৩০) আশঙ্কাজনক অবস্থায় তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসার পথেই তিনি মারা যান। এছাড়া রফিক সেখ (৩২) কেও আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হলে তিনিও ৩ মে মারা যান। ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ছ'জন সিপিএম কর্মীকে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটকেন্দ্রের বাইরে ব্যালট মিলল বাক্সের অভাবে থলিতে ভোট!

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাব জানান, তাঁর এলাকার মদনাগ্রামে ভোটকেন্দ্রের ১০৯ নং বুথের বাইরে দুটি ছাপ মারা ব্যালট পাওয়া যায়। ব্যালট দুটিতেই হাত চিহ্নে ছাপ মারা ছিল। একটি বিধানসভার (নং ০৯০৪১২) ও অপরটি লোকসভার (নং ৩৮৪৪৮৩) ব্যালট পেপার ছিল বলে জানা যায়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, ব্যালট পেপার পেয়ে কেউ নিজের হেফাজতে রাখতে পারেন না। সোহরাববাবু ব্যালট পেপার পেয়ে থাকলেও তা আমার কাছে এখনও পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এ ছাড়া এবার ভোটে বহুকেন্দ্রে ব্যালট বাক্সের অভাবের কথা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চাঁই সম্প্রদায় ও সিধোরীর গ্রামবাসীরা ভোট বয়কট করলেন

বিশেষ সংবাদদাতা : এ বছর লোকসভা ও বিধানসভার ভোটে চাঁই সমাজ তাঁদের এস সি অন্তর্ভুক্তির দাবীতে ভোট বয়কট করলেন। অন্যান্য সব কেন্দ্রের সঙ্গে জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আইলেরউপরে অধিকাংশ চাঁই সম্প্রদায়ের বাস। সেখানে বুথগুলিতে ভোটের হার একেবারেই কম। ১৭৪ ও ১৭৫ নং বুথে ভোটার যথাক্রমে ৭৮৫ ও ৩৮৪ জন। তার মধ্যে ১৭৪ নং বুথে মাত্র ২৬টি এবং ১৭৫ নং বুথে মাত্র ৬৬টি ভোট পড়ে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ঘোষ ও মাঝি সম্প্রদায়। ১৭৫ নং বুথে ১৫/১৬ জন চাঁই ভোট দেন। আমাদের গাড়ী আইলেরউপরে ঢোকার মুখে চাঁই সম্প্রদায়ের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : ভার ভি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

মুখোশের আড়ালে

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার মানিকতলা থানাধীন বাগমারি এলাকায় তিনশত ঝুপড়ি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়াছিল। বিনষ্ট ঝুপড়িগুলির সহস্রাধিক মানুষ অত্যন্ত ক্ষতি-গ্রস্ত হন। তিনশত ঝুপড়ির লোকজনদের যাহা কিছু অস্থাবর জিনিসপত্র ছিল, তাহা আগুনের করাল গ্রাসে চলিয়া যায়। অগ্নি-কাণ্ডের সংবাদে এই এলাকার দুইজন বিধানসভার ভোট প্রার্থী—একজন বর্তমান রাজ্য পরিবহনমন্ত্রী, অপরজন তাঁহার বিরোধী কংগ্রেস প্রার্থী, সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ। পরিবহনমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্তদের সাময়িকভাবে বিদ্যালয়সমূহে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী বিপন্নদের মালপত্র উদ্ধারের কাজে সাহায্য করেন, খবরে প্রকাশ। ঝুপড়িবাসীরা সম্পন্ন অবস্থার নহেন। কাজেই এই অগ্নিকাণ্ডে তাঁহাদের আশ্রয় ও জিনিসপত্র সবই চলিয়া যায়।

কিন্তু জানা গিয়াছে যে, ঝুপড়িবাসীদের ত্রাণকার্য যাহা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে চালান হইতেছিল, তাহা পরিবহন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে নাকি ব্যাহত হইয়াছে। মিশনকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আর্তদের ত্রাণকার্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ সর্বজনবিদিত। যেখানেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতিতে মানুষ অসহায় ও দুর্গত হয়, সেখানেই এই দুইটি প্রতিষ্ঠান আর্তদের সেবায় সর্বাগ্রে উপস্থিত হয়। এই দুই প্রতিষ্ঠান সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত। সন্ন্যাসীদের কোন রাজনৈতিক ফায়দা থাকিবার কথা নহে। বিপন্নদের সেবা করা তাঁহাদের মহৎ লক্ষ্য। 'বহুরূপে সম্মুখে' অবস্থিত নারায়ণেরই সেবা তাঁহারা করেন। এই সেবাকার্য চালাইবার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীরা কোন আহ্বানের পরোয়া করেন না। একটা আন্তর তাগিদে তাঁহারা উপস্থিত হন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী প্রণবানন্দ যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদের এই পবিত্র কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিপন্ন দরিদ্র ঝুপড়িবাসীদের দুর্গতির জন্যই রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য চালাইতে তৎপর হইয়াছিল। কিন্তু পরিবহনমন্ত্রীর বাধাদানের ফলে নাকি রামকৃষ্ণ মিশন সরিয়া গিয়াছে। বাগমারী এলাকার ভোটারদের ভোটানুকূল্য পাওয়ার উদ্দেশ্যই এইরূপ করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারনা।

গদি তুমি কার ?

অরিন্দম পণ্ডিত

বিংশ শতাব্দীর শেষ সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হলো। শেয়ার কেলেঙ্কারী, হরষদ মেহতার ১ কোটি টাকার কেলেঙ্কারী, চিনি কেলেঙ্কারী, হাওলা কেলেঙ্কারী, আবাসন কেলেঙ্কারী এবং সর্বশেষে চন্দ্রস্বামীর গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে নরসিংহ রাও-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে দশম লোকসভার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলো। অতঃ কিম্? রাজনৈতিক অরাজনৈতিক নির্বিশেষে আপামর জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ; অতঃ কিম্? রাজনৈতিক গণৎকারেরা কংগ্রেসকে সর্বাধিক ১৫০ এবং বিজেপিকে ১৮০টি আসন দিয়ে ত্রিশঙ্কু লোকসভার ভবিষ্যৎবাণী করছেন। অপরদিকে জ্যোতিবাবু, লালুপ্রসাদেরা বাম জনগণতান্ত্রিক তৃতীয় ফ্রন্ট সরকার গড়ার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী। কংগ্রেস-বিজেপির সম্মিলিত ৩৩০টি আসন বাদ দিলে ২১৩টি আসন ভারতের অন্যান্য সমস্ত দলের সম্মিলিত বরাদ্দ থাকছে। এর মধ্যে আছে বামফ্রন্ট, জনতাদল, মুলায়মের সমাজবাদী পার্টি, কাঁসিরামের বহুজন সমাজ পার্টি, অর্জুন সিং-এর তেওয়ারী কং, তামিলনাড়ুতে মুপানর কংগ্রেস, করুণানিধির ডিএমকে, জয়ললিতার আন্না ডিএমকে, প্রফুল্ল মহন্তর অগপ, প্রকাশ সিং বাদলের আকালী এবং মহারাষ্ট্রের রিপাব্লিকান পার্টি। তাহলে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় ফ্রন্টের সরকারে আসার স্বপ্ন জ্যোতিবাবুরা গজদন্তমিনারে বসেই দেখছেন, বাস্তবের সঙ্গে এই স্বপ্নের কোন সামঞ্জস্য নেই। খুব আশাবাদী মন নিয়েই তৃতীয় ফ্রন্টের অবস্থা বিশ্লেষণ করা যাক। বামফ্রন্ট পঃ বঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরলে নিজের জোরে এবং সর্ব ভারতে অন্যান্য দলের লেজুড়বৃত্তি অবলম্বন করে ৫৫টির বেশী আসন পাচ্ছে না। জনতা দল বিহারে ক্ষমতাসীন থেকে ৪০টি, কর্ণাটকে ক্ষমতায় থেকে ১৫টি, উড়িষ্যায় ৭টি, উত্তর প্রদেশে ১২টি এবং ভারতের বাকী অংশে ১৫টি, মোট ১১৯টির বেশী আসন পাচ্ছে না। তাহলে বামফ্রন্টের ৫৫, জনতার ১১৯ এবং মুলায়মের ৩০, মোট ২০৪টির বেশী আসন পাচ্ছে না। কিন্তু এহ বাহ্য। এখনও বাকী তামিলনাড়ুর ৪০, অন্ধ্রের ৪০, পাঞ্জাবের আকালীর এবং অন্যান্য ছোট ছোট ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দল ও নির্দলের আসন এবং কাঁসীরাম ও তেওয়ারী কংগ্রেস। এদের অন্ততঃ ১০০টি আসন ছাড়লে কি দাঁড়ায়? কংগ্রেসের ১৫০, বিজেপির ১৮০, থার্ড ফ্রন্টের ২০৪ এবং অন্য দলগুলির ১০০টি আসন ধরলে মোট আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩৪টি, যেখানে লোকসভার মোট আসনের সংখ্যা ৫৪৩। তাহলে ৯১টি আসন বেড়ে যাচ্ছে। এই আসন কার কমবে? থার্ড ফ্রন্টের? কংগ্রেসের? না বিজেপির? এবং কার কতটা? ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাণ-ভোমরা নিহিত আছে এখানেই। এখানেই শুরু হবে ওস্তাদ নরসিংহ রাও-এর শেষ রাতের মরিয়া খেল্। এবং এখানেই বোঝা যাবে ছোট্ট একটি দলের নেতা হলেও জ্যোতিবাবুর গুরুত্ব সর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে কোথায়। এটা এক রকম নিশ্চিত যে কংগ্রেস ১৩০টির কম আসন পেতেই পারে না। তাহলে ধরা গেল কংগ্রেসের ২০টি আসন কমছে। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কিন্তু মিশনের পক্ষ হইতে যে কথা বলা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, পরিবহন-মন্ত্রীর শর্ত ছিল যে, পুলিশ নির্দেশিত ব্যক্তি-দেরই মিশন সাহায্য করিতে পারিবে ; মন্ত্রী মহোদয়ের ক্যাম্প হইতে মিশনকে ত্রাণসামগ্রী বিলি করিতে হইবে এবং ত্রাণসামগ্রী পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের কোন তালিকা মিশন করিতে পারিবে না। মিশন অবশ্য কোনও শর্ত সাপেক্ষে ত্রাণকার্য চালাইতে রাজী হয় নাই। কারণ কাহারা ত্রাণসামগ্রী পাইবার যোগ্য তাহা মিশনই প্রথমে স্থির করে এবং তদনুসারে প্রস্তুত তালিকা মোতাবেক ত্রাণবিলি করে।

পরিবহনমন্ত্রী যে জন্য মিশনের ত্রাণবিলিতে বাধা দেন, তাহার নির্গলিতার্থ এই যে, মিশন এই ত্রাণকার্য চালাইতে গিয়া পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি প্রভৃতির আশ্রয় লইতে পারে। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব থাকার একটা সঙ্গত কারণ ত থাকিবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে ; কোনও ধান্দা-বাজি ইহাদের নাই। পরন্তু মন্ত্রিমহোদয়ের ক্রিয়াকলাপে এইরূপ আভাস মিলিতেছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতাদের যথেষ্ট ধান্দাবাজি থাকে। মিশনকে ফিরাইয়া দিয়া ভোটপ্রার্থী ত্রাণবিলি করিলে ঐ এলাকার মানুষ ভোটপ্রার্থীর অনুকূলে যাইবেন। কিন্তু মানুষের আর্তি, দুর্গতি ও বিপন্নতার সুযোগ লইয়া এই যে রাজনীতি- ইহা পৃথিবীর কোন সভ্যদেশই বরদাস্ত করিতে পারে না।

মন্ত্রীমহোদয় রামকৃষ্ণ মিশনকে ত্রাণবিলি হইতে হঠাইয়া দিয়া ভাল কাজের নজীর স্থাপন করেন নাই। রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘকে মসীলিপ্ত করিবার ক্ষমতা দেশের কোনও রাজনৈতিক নেতার নাই। সেইরূপ করিতে গেলে নিজেদেরই মুখোশ খুলিয়া যাইবে। এক্ষেত্রেও সেইরূপই হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

খুনের আসামী এজেন্ট সেখদিঘীতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এজেন্ট হতে আপত্তি থাকতে পারে না। সেখদীঘি স্কুলের ১৭ এবং ১৮নং বুথে মোট ১৪৫৩ জন ভোটারের মধ্যে বেলা ৪টা পর্যন্ত মোট ৯৯৭টি ভোট পড়ে। অন্যদিকে জঙ্গিপুর বিধানসভার সেকেন্দ্রা, গিরিয়া লালখাঁনদিয়ার অঞ্চলে সকাল থেকেই সি পি এম আটটি বুথ দখল করে নেয় বলে কংগ্রেস অভিযোগ করে। অন্যদিকে কংগ্রেস রাণীনগরের ২টি বুথ দখল করে বলে সি পি এম অভিযোগ করে। সেকেন্দ্রার বহু ভোটার তাঁদের ভোট আগেই পড়ে যাওয়ায় হতাশ হয়ে ফিরে যান। সিপিএম কংগ্রেস বা বিজেপির কোন এজেন্ট-কেই বুথে থাকতে দেয়নি বলে কংগ্রেস জানায়। মহকুমা শাসক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক-দের ঐসব বুথে যাওয়ার খবর দিলেও তাঁরা নাকি বহু পরে বুথে পৌঁছান বলে জানা যায়। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের কয়েকটি এলাকায় তিনজন পযবেক্ষক—এম কে দেবনাথ, আর এ বৈদরা ও আর সি চৌধুরী বিভিন্ন বুথ ঘুরে ভোট শান্তিপূর্ণ বলে জানান। অন্যদিকে সাগরদীঘি (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের বালিয়ার নওপাড়া বুথের প্রিসাইডিং অফিসার নওপাড়ারই বাসিন্দা এবং ভোটের আগের দিন রাতে সিপিএমের হয়ে প্রচার চালালে গ্রামবাসীদের হাতেই ধরা পড়ে যান বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানান। গোপালপুর গ্রামে এক উত্তেজিত ভোটারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মোরগ্রামের শীতলপাড়া বুথও সিপিএম দখল করে নেয় বলে স্থানীয় মানুষ জানান। সাগর-দীঘির নওদার ৬ ও ৮ নং দুটি বুথই সিপিএম দখল করে নেয়। দুটি বুথে মোট ১৬৬৪টি ভোট ছিল। বেলা ১১টায় আমাদের প্রতি-বেদকরা বুথে গেলে দেখা যায় প্রায় ৭০০ ভোট পড়ে গেছে। বুথের সামনে শুধু সিপিএমের ক্যাম্প অফিস ও নেতাদের দাপাদাপি। খবর পেয়ে কংগ্রেস নেতারা টি এন শেষণ থেকে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, রিটার্নিং অফিসার, সেক্টর অফিসার—সবার কাছেই বুথ দখলের খবর পৌঁছে দেন। ঐ ভোট কেন্দ্রে মৃত এক ব্যক্তির ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা বাধে। অন্যদিকে ঐ ভোট কেন্দ্রেই আমাদের প্রতিবেদককে সিপিএম নেতা লিয়াকত হোসেন জানান, এখানে কংগ্রেস বা বিজেপির কোন এজেন্টই আসেনি। লিয়াকত আরও জানান, পূর্বে এই অঞ্চল কংগ্রেসের দখলে ছিল। কংগ্রেস কোন উন্নয়নমূলক কাজ না করায় মানুষ তাদের প্রত্যাখান করেছে। তবে ঐ কেন্দ্রে নৃসিংহ মণ্ডলের জেতার আশাই লক্ষ্য করা গেছে। এদিকে মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলে সকাল থেকেই ভাল ভোট পড়তে থাকে। স্কুলের ১৫ এবং ১৬নং বুথে মোট ১৪০৭ ভোটারের মধ্যে বেলা ১১ টার মধ্যেই ৫০০ ভোট পড়ে যায়। ঐ কেন্দ্রে ৯৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ চম্পালাল সেরাওগীকে ভোট দিতে দেখা যায়। ঐ এলাকার দ্বীপচর ও নতুন বস্তির প্রায় ৩৫০ চাঁই ভোট বয়কট করেন। মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ১০৫নং বুথে ভোট শান্তিতেই চলছিল। বেলা ১২টা নাগাদ বুথে মোট ৪৯৮জন ভোটারের মধ্যে ২৭৫ জন ভোট দেন। ছামুগ্রামে ঐ সময়েই ৮০নং বুথের মোট ৭২৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪০০ জন ভোট দেন। এরপর সোজা সাগরদীঘি হাই স্কুলে পৌঁছাই। সেখানে সব রাজনৈতিক দলের এজেন্ট, প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার মায় পুলিশদের পর্যন্ত খোশ-মেজাজে দেখি। স্কুলের ৮৫, ৮৬ এবং ৯০নং বুথ ঘুরে দেখা গেল মোট ২৫০৫জন ভোটারের মধ্যে বেলা ১টাতেই ১৩০০ ভোট পড়ে গেছে। বেলা ৩টে নাগাদ সুতী কেন্দ্রের আহিরণ বেসিক স্কুলের ৯১নং বুথে মোট ৯০৬ জন ভোটারের মধ্যে ৬৫০ ভোট পড়ে গেছে। ঐ রাস্তার অন্য পাড়ে আহিরণ হেমাঙ্গিনী স্কুলের বুথে (নং ৯২) মোট ৪১০জন ভোটারের মধ্যে ঐ সময় ৩১০ জন ভোট দেন। সেগুা এলাকার কয়েকটি বুথে বামফ্রন্টের ক্যাডাররা ভোটের গোপনীয়তা ভাঙ্গবার চেষ্টা করলে বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জীর বচসা বাধে। অরঙ্গাবাদেও প্রচুর ভোট পড়ে। ডিহিগ্রামের দফাহাট প্রাঃ বিদ্যালয়ের ১৬২ ও ১৬৩নং বুথে মোট ১৩৩৫ জন ভোটারের মধ্যে বিকাল ৫টায় ভোটের শেষ পর্যন্ত মোট ১০৭৪ জন ভোট দিয়েছেন। এছাড়া সমসেরগঞ্জ থানার রঘু-নন্দনপুর গ্রামে অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের ১১৫-ং বুথে পবন সেখের ভোট অয়েদ আলী নামে এক ব্যক্তি দিতে এসে ধরা পড়লে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। নিমতিতা হাই স্কুলের ১২৫ এবং ১১৬নং বুথে মোট ১১৪১ জন ভোটারের মধ্যে ৯০৩ জন ভোট দেন। ১১৫ নং বুথে আসলেহা বিবির একটি টেণ্ডার ভোট নিতে হয়। ঐ বুথেই আমাদের প্রতিবেদক সিপিএম প্রার্থী তোয়াব আলীর সাক্ষাৎকারে-জানতে পারেন তিনি এবার ৮-১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতছেন।

[তথ্য সংগ্রহে : দিবাকর ঘোষ, কমলারঞ্জন প্রামাণিক, অনুপ ঘোষাল, গোপাল সাহা, শান্তনু সিংহ রায়, গোপাল আগরওয়ালা মিঠির মণ্ডল, উদ্দীপ ঘটক ও অমল হালদার]

গদি তুমি কার ?

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাহলে বাকী ৭১টি আসনে কার কতটা কমবে? বিজেপির ৩০টি আসন কমলে তৃতীয় ফ্রন্টের ৪১টি আসন কমছে। শেষমেশ দাঁড়াচ্ছে কংগ্রেস ১৩০, বিজেপি ১৫০, তৃতীয় ফ্রন্ট ১৬৩।

এমতাবস্থায় তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা-কংগ্রেস জোট খুব ভাল ফল করলে কংগ্রেস ৩০টি আসন পাচ্ছে। জয়ললিতা ফল খারাপ করলে নরসিংহ জয়ললিতাকে ল্যাং মেরে করুণানিধির সঙ্গে নির্বাচনোত্তর সমঝোতা করে ফেলে মুপানর কংগ্রেসকে দলে টেনে ৩০টি আসন দখল করবে। অন্ধ্রে শাশুড়ি-জামাই এর যে তীব্র লড়াই চলছে তাতে তেলেগু বিড্ডাকে তেলুগুরু ২০টি আসন দিতেই পারে। তেওয়ারী কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে ১০টি এবং কাঁসিরাম ও অন্যান্যদের কাছ থেকে ১০টি আসন পেলে নরসিংহ ২০০টি আসনের ওপর কব্জা করে ফেলছে। তখন বিজেপির হাত থেকে বাঁচার তাগিদে মুলায়ম নিজেই কং এর সঙ্গে হাত মেলাবে। বামেরা কি ভূমিকা নেবে? "বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও, রাও সরকার জিন্দাবাদ।" নরসিংহ রাওই দ্বিতীয়-বার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। অপরদিকে কংগ্রেস যদি আরও কম আসন পায়, অন্য দলের সঙ্গে জোট করে ক্ষমতায় বসতে না পায় এবং কং-গ্রেসের ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায় তখন মরিয়া কংগ্রেসও মরিয়া বিজেপির মিলিজুলি সরকারকে আটকানো যাবে না। তখনও প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওই থাকবেন। এটা হবে কিন্তু জ্যোতিবাবুর অশনি সঙ্কেত!

অধীরের মেসিনারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মমতা ব্যানার্জী অধীরকে সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়ায় এবং অধীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের মনোনীত প্রার্থী হওয়ায় তাঁর ওজন বহুগুণ বেড়ে গেছে। সমস্ত নবগ্রাম জুড়েই ছিল নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া পাহাড়া, ছিল উড়িষ্যার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এ কে ভাদুরিয়া ও বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের বুথে বুথে দৌড়াদৌড়ি। নবগ্রামের করজোড়া ভোট কেন্দ্রের ৮২নং বুথে মোট ভোটার ৫৩৫ জনের মধ্যে বেলা ২টার সময়ই ৪৪৩টি ভোট পড়ে যায়। বেলা ২টার সময় শীলগ্রামের দুটি বুথে মোট ১১১৭ জন ভোটারের মধ্যে ৯৯৩ জন ভোট দিয়ে দিয়েছেন। এরপর আমাদের গাড়ী নবগ্রাম হাই স্কুলের ৮৮, ৮৯ ও ৯০নং বুথে যায়। সেখানে মোট ১৯৮৬ জন ভোটারের মধ্যে ১৪৪৪ জন বেলা আড়াইটায় ভোট দিয়ে ফেলেছেন। তবে মানুষ 'অধীর'-কে সিপিএমের সংগঠনের সঙ্গে যে লড়াই গত বিধানসভায় হারার পর থেকেই করতে হয়েছে —তার ছাপ স্পষ্ট গোটা এলাকায়। সারা এলাকায় এ্যান্টি এষ্টাব্লিশমেণ্ট মানসিকতা ভোট বাক্সে যে কাজ করেছে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আসলে সমাজবিরোধী (?) ব্যক্তি অধীরের ক্ষমতাই সাধারণের মনে একটা ঠাঁই করতে পেরেছে।

সিপিএম কর্মীদের হাতে দুই কংগ্রেসী খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত ছ' জনের এক ভাইকে মৃত মরতুজ গত ১ সেপ্টেম্বর '৯৫ সাগরদীঘিতে খুন করে। এছাড়া পুলিশ সূত্রে আরও খবর গত ৩ মে ইছাখালীতে সিপিএমের কিছু সমর্থক কংগ্রেসের আলাউদ্দিন সেখের বাড়ী চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায়। এ ব্যাপারেও পুলিশ পাঁচ সিপিএম কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

বাক্সের অভাবে থলিতে ভোট (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায় এবং ভোটে নিম্নমানের মেটিরিয়ালস্ সরবরাহের জন্য ক্ষোভ প্রিসাইডিং অফিসাররা আমাদের বিভিন্ন প্রতিনিধির কাছে করেন। তাঁরা জানান, এবার দুটি করে ব্যালট পেপার ভোটার পিছু বাক্সে ঢোকাতে হওয়ায় যে সব বুথে ভোটার বেশী সেখানে বেশ অসুবিধা হয়েছে। বিশেষতঃ অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে বিধানসভায় তেরজন ও লোকসভায় এগারো জন প্রার্থী থাকায় ব্যালট পেপারের আয়তন এমনিতেই বেশ বড় ছিল। তাই বাক্সের অভাবে অনেক বুথেই ভোট বেশ কিছুক্ষণ করে বন্ধ থাকে। পরে বিভিন্ন প্রার্থী ও সেক্টর অফিসারদের প্রচেষ্টায় মহকুমা শাসকের অফিস থেকে বাক্স সরবরাহ করা হলে পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। সুতী বিধানসভার পারুলিয়া গ্রামের একটি বুথে প্রিসাইজিং অফিসারকে সমস্ত প্রার্থীর এজেন্টদের অনুমতি সাপেক্ষে শেষ পর্যন্ত ভোট বন্ধ না করে থলিতে ব্যালট পেপার জমা করা হয় ও পরে বাক্স এলে তাতে ভরা হয় তবে এ ব্যবস্থা বেশ কিছু সেক্টরের অফিসাররা করতে দেননি, যেহেতু এটি সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ। কাজটি সম্পূর্ণ বেআইনী হলেও পরিস্থিতির শিকার হয়ে বুথের প্রিসাইজিং অফিসার থলিতে ব্যালট ভরতে বাধ্য হ'ন বলে মহকুমা শাসক জানান। তবে তিনি এক্ষেত্রে কিছু প্রিসাইডিং অফিসারের কর্মদক্ষতার অভাবকেই দায়ী করেন।

গ্রামবসীরা ভোট বয়কট করলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদক ভরতচন্দ্র মণ্ডল তাঁদের ভোট বয়কটের সাফল্যের কথা জানান। তবে আইলেরউপরে যে ক'জন চাঁই ভোট দিয়েছেন তাঁদেরকে অন্যান্য চাঁইরা সামাজিকভাবে বয়কট করেছেন বলে খবর। এ ছাড়া মির্জাপুরের ১৫ নং বুথে ও জগদানন্দবাটী অঞ্চলের সমস্ত চাঁই সম্প্রদায়ও একই দাবীতে ভোট বয়কট করেন। তবে নিস্তা অঞ্চলের চাঁইদের নেতা অশ্বিনী মণ্ডল নাকি ভোট দিয়েছেন বলে জানা যায়। এছাড়া আহিরণ এলাকার ফল্গুনদীর ধারের নামুপাড়ার প্রায় ২৫/৩০ ঘর এবং ভিতরপাড়ার ৮৫/৯০ ঘর চাঁই সম্প্রদায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন বলে চাঁই গোষ্ঠীর খাবুলাল মণ্ডল আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। তবে ভোট বয়কটের কথা ঐ অঞ্চলের চাঁই নেতা ছেদু মণ্ডল কাউকেই জানাননি বলে কেউ কেউ আক্ষেপ করেন। আইলেরউপরের চাঁই সম্প্রদায় আমাদের কাছে অভিযোগ জানান, সকাল থেকে ভোট বয়কট হওয়ায় সিপিএমের নেতা প্রাণবন্ধু মাল ও বালক মুখার্জী এখানে এসে তাঁদেরকে ভোট দিতে চাপ দেন। দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহঃ খালেকও তাদের সঙ্গ দেন। অন্যদিকে সুতী বিধানসভা কেন্দ্রের বহুতালী অঞ্চলের সিধোরীতে গ্রামবাসীরা পূর্ব ঘোষণা মতোই তাঁদের ভোট বয়কট করেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে পাঁচ দফা দাবীতে তাঁরা ভোট বয়কট করেন। ঐ গ্রামের ৫৬ ও ৫৭ নং বুথের মোট ১৬৭৩ জন ভোটারের মধ্যে ৫৭ নং বুথে একজন মাত্র ভোট দেন বলে খবর।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

2 YEARS WARRANTY

Catch World Cup fever with

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

World **AKAI** Cup '96

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronics

Raghunathganj ॥ Phone : 66321

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।